# আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

সংখ্যাঃ ৪৮ । জানুয়ারি ৪র্থ সপ্তাহ,২০২১ ঈসায়ী

# mPx

১৪ দিনে ৩০ শিশুসহ ২৫০ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার দখলদার ইসরায়েলের | 1

বাংলাদেশে আলেমদের কণ্ঠরোধ করতে ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে আওয়ামী পুলিশ | 1

ভারতে ‘লাভ জিহাদের’ নামে মুসলিমদের বিভিন্নভাবে হয়রানি | 2

আলজেরিয়ায় পৈশাচিক গণহত্যা চালিয়েও ক্ষমা না চাওয়ার ঘোষণা ফ্রান্সের | 3

চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে চরম খাদ্য সংকটে ইয়ামানের ৮০ ভাগ জনগণ | 4

পূর্ব আফ্রিকায় আল-কায়েদা মুজাহিদের হাতে মার্কিন কমান্ডারসহ ১৫ এর অধিক কুফফার সৈন্য নিহত | 5

মালিতে আল-কায়েদা মুজাহিদদের হামলা, জাতিসংঘের ১১ ক্রুসেডার সৈন্যসহ হতাহত ৪৪ কুফফার | 6

শামে মুজাহিদদের হামলায় ১১ রাশিয়ান ও নুসাইরী কুফফার সৈন্য হতাহত | 7

এক বছরে তালেবানে যোগদান ১৩ হাজার ৪৪ জন কাবুল সৈন্যের, দুর্ধর্ষ শহিদী হামলায় কেপে উঠলো মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি | 8

# ১৪ দিনে ৩০ শিশুসহ ২৫০ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার দখলদার ইসরায়েলের

গত দুই সপ্তাহে ৩০ জন শিশুসহ ২৫০ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে দখলদার জালিম ইসরায়েল। 'প্যালেস্টাইন সেন্টার ফর প্রিজনার'স স্টাডিজ' এর বরাতে এ সংবাদ দিয়েছেন ফিলিস্তিনি সংবাদ মাধ্যম কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক।

সংস্থাটির প্রধান রিয়াদ আল আশকার জানিয়েছেন, 'সম্ভবত গত বছরের চেয়ে এবছর ফিলিস্তিনিদের ভাগ্য ভালো হবে না। কারণ দখলদার ইসরায়েল এবছর গ্রেফতারের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। মাত্র জানুয়ারি মাসেই ফিলিস্তিনিদের ২৫০ জনকে গ্রেফতার করেছে সন্ত্রাসী বাহিনী যা খুবই ভয়াবহ এবং চিন্তার বিষয়'।

ইসরায়েলের কারাগারে ফিলিস্তিনিদের চিকিৎসার অবহেলার বিষয়টি নতুন নয়। এ মাসেই ইসরায়েলের কারাগারে ৩৭ বছরের যুবক হোসেন মাসালমেহ বিনা চিকিৎসায় ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

বাংলাদেশ

# বাংলাদেশে আলেমদের কণ্ঠরোধ করতে ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে আওয়ামী পুলিশ

ওয়াজ মাহফিলে আলেমদের বক্তব্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে সন্ত্রাসী আওয়ামী পুলিশ। পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম জানায়, আলেমদের নিয়ে পুলিশ এখন সিরিয়াসলি ভাবছে।

সে বলেছে, 'আমরা লক্ষ্য করেছি যে সম্প্রতি ওয়াজ মাহফিলে কিছু বক্তা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ নিয়ে আলোচনা না করে নারীদের নিয়ে বক্তৃতা দেন।মূলত নারী বিদ্বেষের হুজুগ তুলে কুরআন সুন্নাহর পথ রুদ্ধ করাই যে উদ্দেশ্য তা আম জনতার কাছে একেবারেই পরিস্কার'।

ঢাকার আগারগাঁওয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের 'সহিংসতা ও চরমপন্থা প্রতিরোধে ইসলামিক বিজ্ঞজনদের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে সে এসব কথা বলে।
সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী ওয়াজ মাহফিল ও ধর্মীয় বক্তৃতায় কথিত'রাষ্ট্রবিরোধী' বক্তব্য নিষিদ্ধ করার কথা বলে।
আইনজীবী মো. মাহমুদুল হাসান আইনি নোটিশে বলে, ৩০ দিনের মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে সে এবিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করবে।

## ভারতে 'লাভ জিহাদের' নামে মুসলিমদের বিভিন্নভাবে হয়রানি

ভারতে বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের ওপর নজিরবিহীন অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে মুশরিক হিন্দুরা।

তারই ধারাবাহিকতায় উত্তর প্রদেশের সীতাপুর থেকে লাভ জিহাদের নামে গ্রেপ্তার হয়েছেন দুই নারীসহ দশজন মুসলিম।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় একজন মুসলিম ছেলে এবং হিন্দু মেয়ে নিজেদের ইচ্ছাতেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এবং তারপর তারা নিখোঁজ হয়। কিন্তু মেয়ের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় পুলিশ দুই মহিলা সহ দশ জন মুসলিমকে গ্রেপ্তার করেছে। অথচ বিয়ের ঘটনার সাথে মুসলিম ছেলের বাবা-মা এবং নিকটাত্মীয়দের কোনো সম্পর্কই নেই।

এক বিজ্ঞপ্তিতে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ অভিযোগ করেছে যে, ভারত সরকার লাভ জিহাদের নামে মুসলিমদের হয়রানি করছে । সরকারের এই বৈষম্যমূলক ও নিষ্ঠুর আচরণেরবিরুদ্ধে জামায়াত ওলামা-ই-হিন্দ আইনী লড়াই শুরু করেছে।

উল্লেখ্য যে, ইলাহাবাদ হাইকোর্ট সম্প্রতি রায় দিয়েছিলো যে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের তাদের পছন্দমতো বিবাহ এবং ধর্ম নির্বাচন করার অধিকার রয়েছে। এটি করার সাংবিধানিক অধিকার থাকা সত্ত্বেও,ইউপি সরকার প্রতিনিয়ত লাভ জিহাদের নামে মুসলিমদের টার্গেট এবং হেনস্থা করছে।

# আলজেরিয়ায় পৈশাচিক গণহত্যা চালিয়েও ক্ষমা না চাওয়ার ঘোষণা ফ্রান্সের

ফরাসী রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রন আলজেরিয়ায় উপনিবেশিক নির্যাতনের জন্য সরকারী ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা দিয়েছে। ম্যাক্রনের অফিস জানিয়েছে, আলজেরিয়ায় আট বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য কোনো অনুশোচনা বা ক্ষমা প্রার্থনা করা হবে না।

অবশ্য নির্বাচনের আগে, ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে, ম্যাক্রন আলজেরিয়ান টিভি চ্যানেলের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের উপনিবেশকে "মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ" হিসাবে স্বীকার করেছিল। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক অ্যালিস্টার হর্ন তার বিখ্যাত অ্য সেভেজ ওয়্যার অব পিস বইতে লিখেছে, অভিযান চলাকালে নৃশংসভাবে আলজেরীয় নারীদের ধর্ষণ করে ফরাসি সেনারা। ধর্ষণ শেষে অনেক নারীর স্তন তারা কেটে ফেলে।হত্যার পর অনেকের মৃতদেহ বিকৃত করতেও কসুর করেনি সেনারা। এই গণহত্যার পর আলজেরিয়ার জনগণের স্বাধীনতার আন্দোলন জোরদার হয়। ১৯৫৪ সালে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আলজেরীয়দের গণজাগরণ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ সালে ফরাসিরা আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। তবে এই সময়ের মধ্যে অভিযান ও বিচারের নামে দেশটির অন্তত ১০ লাখ মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিলো।

আসলে গনতন্ত্র এবং মানবাধিকারের ফেরিওয়ালদের প্রকৃত চেহারা এমনই। অতীতের মতো বর্তমানেও এরা বিশ্বজুড়ে লুটপাট এবং হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে গনতন্ত্র,মানবাধিকার,নারী স্বাধীনতার স্লোগানের আড়ালে। এরা নিজেদের মনে করে এই পৃথিবীর মালিক। এরা নিজেদের উচ্চতর মানুষ হিসেবে মনে করে। আর অন্য সবাইকে নিচু স্তরের মানুষ হিসেবে ভাবে। তাই তাদের সাথে যা খুশি তাই করার অধিকার এরা রাখে।
মেরে কেটে সাফ করে ফেললেও তাই শাস্তির সম্মুখীন হওয়া দূরের কথা, ক্ষমা চাইবার বালাইটুকুও এরা দেখায় না।

বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ অ্যালেক্সিস দ্য তকিউভিলে ১৮৩৫ সালে প্রকাশিত তার 'Democracy in America' গ্রন্থে এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলেছে, 'আমরা যদি আমাদের চিন্তাধারার প্রতি লক্ষ্য করি, আমাদেরকে প্রায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে,

ইউরোপীয়রা মানবজাতির এক ভিন্ন গোত্রভুক্ত সম্প্রদায়, যেমন ইতর প্রাণীর বিপরীতে মানব সম্প্রদায়। সে তার নিজের প্রয়োজনে তাদেরকে বশীভূত করে এবং যখন তা করতে ব্যর্থ হয় তার বিনাশ সাধন করে।'

## চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে চরম খাদ্য সংকটে ইয়ামানের ৮০ ভাগ জনগণ

“জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুসারে, ইয়েমেনের প্রায় ৩ কোটি জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ লোক এবং 1 কোটি ২০ লাখ শিশুর জন্য জরুরী ভিত্তিতে খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন রয়েছে।”গৃহযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং কোভিড -1৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০২০ সালে ইয়েমেনে মানবিক সংকট আগের বছরগুলোর তুলনায় আরও খারাপ হয়েছে। জাতিসংঘ এবং মানবিক সংস্থাগুলো ২০২০ সালে ইয়েমেনকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সহায়তাও করেনি।

তারা আর্থিক সংকটের কথা বলে নিজেদের দায় এড়িয়ে চলছে। ২০২০ সালে ইয়েমেনে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের জন্য ৩.২ বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন থাকলেও ইয়েমেনে মাত্র 1.৬৫ বিলিয়ন ডলারে দেওয়া হয়েছিল।সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের এক বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ইয়েমেনের ৩০০ এরও বেশি খাদ্য ও স্বাস্থ্য সহায়তা কেন্দ্রে সহায়তা হ্রাস করা হয়েছে এবং ৪৫ টি সহায়তা কেন্দ্রের মধ্যে 1৫ টি সহায়তা কেন্দ্র তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে। যার ফলে এখানে দুর্ভিক্ষ রোধের সম্ভাবনা দিন দিন কমেই চলছে।

এদিকে ২০২1 সালের প্রথমার্ধে অপুষ্টিতে আক্রান্ত ইয়েমেনিদের সংখ্যা ৫০ লাখে উন্নীত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে দেশের অর্ধেকেরও বেশি লোক খাদ্য সংকটে পড়েছে। এবিষয়ে এখনই জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে অপুষ্টির কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হবে। ২০21 সালের মধ্যে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাতে অগ্রগতি না হলে ইয়ামানের জন্য আরো একটি খারাপ বছর অপেক্ষা করছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন।

# পূর্ব আফ্রিকায় আল-কায়েদা মুজাহিদের হাতে মার্কিন কমান্ডারসহ ১৫ এর অধিক কুফফার সৈন্য নিহত

সারা দুনিয়ার জিহাদি জাগরণের অংশ হিসেবে পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়াতেও আল কায়েদা মুজাহিদগণ দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চলমান রেখেছেন। মুজাহিদদের গত সপ্তাহের হামলায় মার্কিন কমান্ডারসহ হতাহত হয়েছে ৯৫ এর অধিক কুফফার।

গত ৯৮ জানুয়ারি সোমবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের ওনলাউইন শহরে দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর অবস্থানে সফল বোমা হামলা চালানো হয়েছে। যার ফলে দেশটির ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৩ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

অপরদিকে সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনী ও সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর ২টি ঘাঁটিতেও পৃথক হামলা চালানো হয়েছে। যার ফলে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছে।

## মালিতে আল-কায়েদা মুজাহিদদের হামলা, জাতিসংঘের ১১ ক্রুসেডার সৈন্যসহ হতাহত ৪৪ কুফফার

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির কুফফার বাহিনীর উপর আল-কায়েদা মুজাহিদগণ গত সপ্তাহে বেশ কয়েকটি সফল হামলা চালিয়েছেন। হামলায় কুফফার সন্ত্রাসী বাহিনীর ৪৪ সেনা হতাহত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

এর মধ্যে প্রথম আক্রমণটি গত ১৫ জানুয়ারী সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে উত্তর মালির কাইদাল শহরে আন্তর্জাতিক ক্রুসেডার মালিকানাধীন একটি বিমান সংস্থাকে টার্গেট করে চালানো হয়েছিল। এই হামলায় এখন পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোন পরিসংখ্যান জানা যায় নি।

দ্বিতীয় আক্রমণটি মালিতে ক্রুসেডার জাতিসংঘ মিশনের সাথে যুক্ত মিশরীয় মুরতাদ সেনাবাহিনীকে লক্ষ্যবস্তু করে চালানো হয়েছিল যা জাতিসংঘের আর্থিক বহুমাত্রিক স্থিতিশীল মিশন মিনোসুমার অন্তর্ভুক্ত। গত ১৫ জানুয়ারীর বিকাল ৫ টার দিকে, টেসালিট শহরের একটি সড়কে মিশরীয় বাহিনীর একটি লজিস্টিক কনভয়কে লক্ষ্যবস্তু করে বিস্ফোরক দ্বারা উক্ত হামলাটি চালানো হয়। এই হামলায় এক মিশরীয় সৈন্য নিহত এবং আরো ২ মিশরীয় মুরতাদ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

সর্বশেষ আক্রমণটিও গাও শহরে মিশরীয় উক্ত কাফেলার সেনা সদস্যদের বহনকারী একটি সামরিকযান লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল। গত ১৬ জানুয়ারি শনিবার এই হামলাটি চালানো হয়।

এই হামলায় মোট হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

অন্যদিকে মালিতে জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর উপর পৃথক ২টি হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা, এতে ৪ সৈন্য নিহত এবং ৭ সৈন্য আহত হয়েছে।

১৩ জানুয়ারী আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ মালিতে দখলদার জাতিসংঘের কুফরি মিশনে অংশগ্রহণকারী আইভরিয়ান সৈন্যদের একটি কাফেলায় হামলা চালিয়েছেআল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইমলাম ওয়াল মুসলিমিন। এতে ৩ আইভরিয়ান সৈন্য নিহত হয়েছে।

এই হামলার মাত্র কয়েকদিন আগে, জাতিসংঘের মুখপাত্র 'স্টাফেন দুজারিক' মালির টিম্বুক্টু অঞ্চলে কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর উপর অপর একটি হামলার কথাও জানিয়েছিল। তার ভাষ্যমতে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের উক্ত হামলায় জাতিসংঘের ৯ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আরো ৭ সৈন্য আহত হয়েছে।

এছাড়াও আল-কায়েদার আরেকটি শহিদী হামলায় ফ্রান্সের ২০ এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়েছে। হতাহত হয়েছে অনেক কুফফার সেনা।

## সিরিয়া

## শামে মুজাহিদদের হামলায় ১১ রাশিয়ান ও নুসাইরী কুফফার সৈন্য হতাহত

ইদলিবে দখলদার রুশ ও নুসাইরী শিয়াদের উপর সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন। এতে ৩ সৈন্য নিহত ও ৮ সৈন্য আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৩ জানুয়ারি বুধবার, সিরিয়ার (শাম) ইদলিব সিটির আয-যাইতুন অঞ্চলে দখলদার রাশিয়ান বাহিনী ও কুখ্যাত শিয়া নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর উপর সফল বোমা হামলা চালিয়েছে একটি ছোট মুজাহিদ গ্রুপ। আনসারুত তাওহীদের অনুগত ঐ মুজাহিদ দলটির সফল বোমা হামলায় ৩ রুশ ও নুসাইরী সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো ৮ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য।

# এক বছরে তালেবানে যোগদান ১৩ হাজার ৪৪ জন কাবুল সৈন্যের, দুর্ধর্ষ শহিদী হামলায় কেপে উঠলো মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি

আফগানিস্তানে গত এক বছরে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনী ত্যাগ করে তালেবানের সাথে যোগ দিয়েছে ১৩ হাজার ৪৪ জন কাবুল সেনা ও পুলিশ সদস্য। ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের "দাওয়াতুল ইরশাদ" কর্তৃক সম্প্রতি একটি বাৎসরিক রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

অন্যদিকে আফগানিস্তানে ইসলামি ইমারতের মুজাহিদগণ 'আল ফাতাহ' অপারেশন অব্যাহত রেখেছেন। তালেবানদের আল ইমারাহ সাইটের খবরে জানা যায়, সোম ও মঙ্গলবারের দিবাগত রাত্রে মুজাহিদীনরা কুন্দুস প্রদেশের দাস্তে আর্চি জেলার সংলগ্ন এলাকাযর দুটি ফাঁড়িতে তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন। মহান আল্লাহ তায়ালার নুসরতে বরকতময় হামলায় সেই ফাঁড়িটি দখল করে নেন।আর সেখানে অবস্থানরত মুরতাদ বাহিনীর কমান্ডার আহমদ শাহসহ ২৭ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৬ জন । এছাড়াও ৩টি সামরিক ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছে।

এদিকে, মুজাহিদগন গুল তপ্পা জেলার বাঘ শিরকত সামরিক ঘাঁটির প্রতিরক্ষামূলক চৌকিতে অনুরূপ আক্রমণ চালিয়ে তা দখল করে নিয়েছেন।সেখানে অবস্থানরত ১৮ জন কর্মীকে হত্যা করেছেন।একটি ট্যাঙ্ক ও ধ্বংস করা হয়েছে।সূত্রের খবরে জানা গেছে, ঐ সমস্ত চেকপোস্ট থেকে মুজাহিদিনরা বিপুল পরিমাণে হালকা ও ভারী অস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

অন্যদিকে, মুজাহিদীনরা বাঘলান প্রদেশের পুল-এ-খুমরি জেলার বাবা নাজার অঞ্চলে একটি সামরিক ঘাঁটি আক্রমণ করেন এবং দখল করেন। সেখানে অবস্থানরত ৪ মুরতাদ কর্মীকে হত্যা ও ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেন। আর অন্যরা পালিয়ে যায়।
এছাড়াও ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সালাহউদ্দিন আইয়ুবি মু'আস্কার ক্যাম্পের শহীদ ব্যাটালিয়ন থেকে নতুন একদল যুবক সামরিক প্রশিক্ষণ ও শরয়ী জ্ঞান লাভের মাধ্যমে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

এই নতুন প্রশিক্ষিত তরুণ মুজাহিদদেরকে ইসলামী শরীয়া বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামিক আমিরাতের বিশেষ কমান্ডোদের পদে নিয়োগ দেওয়া হবে ইন শা আল্লাহ।